দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

'রণমাঝারে আলো করি কিবা বিহরে নিবিড় নীরদবরণী'—এক মাতৃমূর্তি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান মেধামুনির বর্ণনায়। আমরা বিস্মিত হই আদ্যাশক্তির সেই ভুবনমোহিনী রণরঙ্গিনী রূপের দর্শনে। শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীতে তিনটি চরিত্রের অনুধ্যান করলে খুব প্রচ্ছন্নভাবে একটি সন্তানবাৎসল্যের অনুবর্তনও যেন আমরা দেখতে পাই। প্রথম চরিত্রে আদ্যাশক্তি মহামায়া অব্যক্ত, ব্রহ্মার স্তুতিতে তিনি জাগ্রত হচ্ছেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন না। তিনি শুধু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন শ্রীবিষ্ণুকে জাগ্রত করে দিচ্ছেন, মধুকৈটভকে প্রত্যক্ষত বধ করছেন শ্রীহরি। মধ্যম চরিত্রে মহিষাসুরমর্দিনীর দশপ্রহরিণী রূপটি সাজিয়ে দিচ্ছেন দেবতাগণ, তাঁর দশ ভুজে আয়ুধগুলি দেবতাদেরই উপহার। আয়ুধে সজ্জিত হয়েই তিনি অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলছেন ভুবনখানি, ভয়ংকর শব্দে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে আকাশবাতাস :

সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২।৩২)

তুলনামূলকভাবে উত্তরচরিত্রে এসে দেখতে পাই, তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয়েছে সন্তানস্নেহের ব্যাকুলতা। দেবতাদের আকুল প্রার্থনায় তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এক সাদামাটা মায়ের রূপ

বিল্বকেশ্বর ও দক্ষেশ্বর। হরিদ্বারের প্রাচীন পৌরাণিক দুই শিবমন্দির। বিল্বকেশ্বর সতীর তপঃস্থলী—বেলগাছের ছায়াভরা নির্জন অরণ্যানী। দক্ষের শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের স্থানটি মায়া বা অবিদ্যানাশক 'মায়াক্ষেত্র'—যেখানে অধিষ্ঠান দক্ষেশ্বর মহাদেবের। শিবসতীর মনোরম এই লীলাক্ষেত্রগুলিতে আজ একুশ শতকেও যেন কায়া ধরে আছে পুরাণ।

পরিগ্রহ করে—যেন তিনি কিছুই জানেন না, গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন—"স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন" (তদেব, ৫।৮৪)।

প্রার্থনারত আর্ত সন্তানদের প্রতি তাঁর কী সরল বালিকাসুলভ জিজ্ঞাসা : "সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তুয়তেঽত্র কা" (তদেব, ৮৫)—কে গো তোমরা, এখানে বসে কার স্তুতি করছ? এরপরই দেখতে পাই তাঁর করালিনী, রণরঙ্গিনী রূপান্তরটি। আবার শুম্ভনিশুম্ভবধের শেষে দেবতাগণ তাঁকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন (তদেব, ১১।৩৯) :

সর্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥

—হে ত্রিভুবনেশ্বরী, তুমি যেমন অসুরদলন করে ত্রিলোকের বিঘ্ননাশ করলে, জগতের এমনই সদাসর্বদা কল্যাণসাধন কোরো।

দেবীও আশ্বাস দিয়ে বলছেন (তদেব, ৫৫) :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

—যখন যখন তোমাদের দানবকৃত বিপদ আসবে, আমি তখন তখন অবতীর্ণ হয়ে শত্রুক্ষয় করব।

ইতিমধ্যে মা-সন্তানের লীলাবিলাস আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। মা এখন পুত্রের ঘরে কন্যারূপে জন্ম নিতে চান, পিতার স্নেহ-বাৎসল্য আস্বাদনের অভিলাষ মায়ের অন্তরে জাগ্রত হচ্ছে। নতুনভাবে তাঁকে দেখতে পাই 'দক্ষকন্যা সতী'রূপে। আদ্যাশক্তি মহামায়া মানবীভাবের রূপারোপে আসছেন কন্যা দাক্ষায়ণী হয়ে, প্রজাপতি দক্ষরাজার গৃহে। এক উপন্যাসের মতো এই পুরাণকাহিনিটি আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে। দৈনন্দিন সমাজজীবনে বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই 'দক্ষযজ্ঞ' পরিভাষাটি। অথচ কী গভীর তাত্ত্বিক মহামায়ার এই রূপব্যঞ্জনা। মাতৃ-উপাসনার এক চূড়ান্ত বিবর্তন যেন এসে থমকে আছে এই 'দক্ষযজ্ঞ' কাহিনিটির সঙ্গে জুড়ে।

পৌরাণিক তথ্য অনুসারে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন রাজা দক্ষ প্রজাপতি। তিনি ছিলেন মহা তেজস্বী, সৃষ্টিকার্যে কুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বগুণসমন্বিত এক পারদর্শী রাজা :

পুরা দক্ষ মহাতেজাঃ প্রজানাং পতিষূত্তমঃ।
বভূবাত্যন্তকুশলঃ সর্বশাস্ত্রেষু বৈ দ্বিজঃ॥
যো বৈ পুরাহি বিপ্রেন্দ্র দক্ষাঙ্গুষ্ঠাদ্ব্যজায়ত।
শ্রীব্রহ্মণো ভগবতঃ সৃষ্টিকর্মোদ্যতস্য হি॥
(স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড, ১০৩।৩,৪)

ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্র ধর্ম, কামদেব, অগ্নি প্রমুখের মধ্যে দক্ষপ্রজাপতিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠও বটে। সৃষ্টিকার্যে তাঁর বহুল অবদান। তিনি রাজা, সমস্ত দেবতারা তাঁকে সম্মান করেন, সমীহ করেন। তাঁর বহু কন্যা (বিভিন্ন পুরাণে কন্যার সংখ্যা নিয়ে পাঠান্তর আছে)। তিনি দশটি কন্যা দান করেছেন ধর্মকে, দিতি-অদিতি সহ তেরোটি কন্যা কশ্যপ মুনিকে, সাতাশটি কন্যা (নক্ষত্ররাজি) চন্দ্রমাকে, রতি নামক কন্যাটি কামদেবকে। সকলের ছোট আদরের কন্যাটি একেবারে আলাদা—তিনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া, সতী।

দেবীভাগবতে, শিবপুরাণে দক্ষের তপস্যার কথা বর্ণিত আছে। দেবীভাগবতে বেদব্যাস জনমেজয় মুনিকে বর্ণনা করেছেন প্রজাপতি দক্ষের মাতৃ-উপাসনার কথা, তিনি পরমেশ্বরীকে কন্যারূপে পেতে চান (৭।৩০।১১) :

দক্ষোঽথ পুনরপ্যাহ জন্ম দেবি কুলে মম।
ভবেত্তবাম্ব যেনাহং কৃতকৃত্যো ভবে ইতি।

—হে দেবী, আমারই কুলে যেন আপনার জন্ম হয়, আমি যেন কৃতকৃত্য হতে পারি আপনাকে কন্যারূপে পেয়ে।

দেবী তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন, হরিদ্বারের অনতিদূরে কনখলে দক্ষালয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সনাতনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মরূপিণীর নাম রাখা হল সতী।